যুগান্তর

তারিখ 09 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

পিতাপুত্রের নিয়োগ বাণিজ্য

ভালুকার কাতলামারি দাখিল মাদরাসা

জহিরুল ইসলাম জুয়েল, *ভালুকা (ময়মনসিংহ) থেকে*

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগে তড়িঘড়ি করে স্থানীয় এক যুবলীগ নেতা প্রতিষ্ঠানের সুপারের অবর্তমানে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে তার পিতাকে ভারপ্রাপ্ত সুপার করে তিনটি নিয়োগ দিয়ে পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার কাতলামারি দাখিল মাদরাসায়।

সরেজমিনে মাদরাসায় গিয়ে ম্যানেজিং কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উপজেলার কাতলামারি দাখিল মাদরাসার সুপার আবদুল বারী অবসরে চলে যাওয়ায় সুযোগে মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ৮নং ডাকাতিয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন মজনু দলীয় প্রভাব খাটিয়ে নিয়মানুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সহকারী সুপার মাওলানা মাজেদুল হককে ভারপ্রাপ্ত সুপার না করে, বিধি বহির্ভূতভাবে তার পিতা প্রতিষ্ঠানের সহকারী মৌলভী সাইফুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত সুপার করে। পিতা-পুত্র মিলে সুপার, সমাজ বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৪০ লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে একাধিকবার নির্দেশ দেয়ার পরও সব ধরনের নির্দেশকে উপেক্ষা করে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে যুবলীগ নেতা মজনু তার পিতাকে নিয়ে এ নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন। ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি (টিআর) ইন্তাজ উদ্দিন ও একতেদায়ী সেকশনের শিক্ষক মো. মুনিরউদ্দিন জানান, শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কোনো কিছু জানা নেই। কোনো রেজুলেশনে তাদের কোনো স্বাক্ষর নেয়া হয়নি। তাদের স্বাক্ষর জাল করে কাগজপত্র বানিয়ে নিয়োগকৃতদের বিলের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রেরণ করা হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান অভিভাবক সদস্য আবুল কাশেম জানান, মাওলানা মোফজ্জল হোসেনকে সুপার, জিন্নাত আরা নূরকে বিএসসি ও তারেবুল ইসলামকে কৃষি শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে মাদরাসার সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন মজনু ও তার পিতা ভারপ্রাপ্ত সুপার সাইফুল ইসলাম প্রায় ৪০ লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন। অথচ কমিটির সদস্য হয়েও আমরা কিছুই জানি না। আবুল কাশেম আরও জানান, শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষা হয়েছে পার্শ্ববর্তী গফরগাঁও ইসলামীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। ভালুকা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানকে ডিজির প্রতিনিধি না করে রহস্যজনক কারণে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে ডিজির প্রতিনিধি করে নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও তার পিতা-পুত্র এক পদের জন্য একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। মল্লিকবাড়ি ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আতিকুল ইসলাম জানান, সুপার পদের জন্য ৬৩ শতাংশ জমি বিক্রি করে এবং বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে দাদনে টাকা ঋণ করে মজনু ও তার পিতা সাইফুল ইসলামকে ৮ লাখ, ৮৫ হাজার টাকা দিয়েও আমার চাকরি হয়নি। এখন সেই টাকাও তারা ফেরত দিচ্ছেন না একই পদের জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের সহকারী মৌলভী শাহজাহানের কাছ থেকে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা নিয়ে ওই পদে মোফাজ্জল হোসেনের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মাদরাসার বর্তমান সুপার মাওলানা মোফাজ্জল হোসেন বলেন, মাদরাসার উন্নয়নের জন্য সভাপতিকে কিছু টাকা দিয়েছি। মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন মজনুর নিয়োগ বাণিজ্যের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, আবুল কাশেম আমার কাছে নিয়োগ থেকে ৮ লাখ টাকা দাবি করেছিল আমি সেই টাকা না দেয়াতে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম পিন্টু বলেন, দলের প্রভাব খাটিয়ে কোনো কিছু করে থাকলে যুবলীগ তার দায়িত্ব নেবে না। এবং দলীয়ভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভালুকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল আহসান তালুকদার বলেন, মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে নিয়োগ দিয়ে থাকলে কমিটি বাতিল করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।